যুব বার্তা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

বর্ষ: ২২ ■ সংখ্যা: ৬২ ■ এপ্রিল ২০২৬

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন সাবেক অধিনায়ক আমিনুল হক

ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণে লক্ষাধিক আবেদন

৪ বিভাগীয় কার্যালয়ে ৪৮ পদ সৃজন; অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভাতা বিতরণ হবে বিকাশ ও রকেটে

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া সচিব জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম

ড. গাজী সাইফ জামানের নতুন গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ঋণ সুবিধা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ জোরদার হচ্ছে

সফল আত্মকর্মী আবু তালেব আহাম্মদ

যুব বার্তা

বর্ষ: ২২ ▫ সংখ্যা: ৬২ ▫ এপ্রিল ২০২৬

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পাদক

এম এ আখের
যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশাসন)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সহযোগী সম্পাদক

মোঃ হামিদুর রহমান
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)

সহকারী সম্পাদক

মোঃ আমিরুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-৬)

অলংকরণ

মোঃ নূর-ই-আহসান
গ্রাফিক ডিজাইনার

কম্পিউটার কম্পোজ

মোঃ শাহজাহান ভূঞা
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

মোঃ সুমন মিয়া
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রক্ষরিক

আলোকচিত্র

মোঃ লুৎফর রহমান

সম্পাদকীয়

যুব উন্নয়নে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গুরুত্ব

বর্তমান বিশ্ব দ্রুত প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে রূপান্তরিত হচ্ছে, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এক বিপ্লবী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিশেষ করে যুব সমাজের উন্নয়নে এর ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার যুবশক্তির ওপর। আর এই যুব শক্তিকে দক্ষ, উদ্ভাবনী ও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে বুদ্ধিমত্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রথমত,শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। AI ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। এখন অনলাইন প্লাটফর্মগুলোতে শিক্ষার্থীরা তাদের দুর্বলতা চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী পড়াশোনা করতে পারে। এতে করে যুবসমাজ আরও দক্ষ ও আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে। তাছাড়া, প্রযুক্তিগত দক্ষতা যেমন প্রোগ্রামিং, ডেটা অ্যানালাইসিস, মেশিন লার্নিং ইত্যাদি শেখার মাধ্যমে তারা বৈশ্বিক কর্মবাজারে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে পারছে।

দ্বিতীয়ত, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যদিও অনেকের ধারণা AI চাকরি কমিয়ে দেয়। বাস্তবে এটি নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করছে। ফ্রিল্যান্সিং, স্টার্টআপ, এবং প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্যোগে যুবকদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে যুবক ও যুবনারীর জন্য একটি বড় সুযোগ, যেখানে তারা ঘরে বসেই আন্তর্জাতিক বাজারে কাজ করতে পারছে ফলে বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

তৃতীয়ত, উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা অপরিসীম। যুবসমাজ স্বভাবতই সৃজনশীল ও নতুন ধারণায় বিশ্বাসী। AI এর সহায়তায় তারা নতুন পণ্য, সেবা এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সক্ষম হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, পরিবহন ও শিক্ষা খাতে বিভিন্ন অ্যাপ ও সফটওয়্যার তৈরি করে যুবকরা সমাজের নানা সমস্যার সমাধান দিচ্ছে। এতে শুধু তাদের ব্যক্তিগত উন্নয়নই নয়, দেশের অগ্রগতিও নিশ্চিত হচ্ছে।

চতুর্থত, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নেতৃত্ব বিকাশে AI সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ডেটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়। যুবনেতারা বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছে, যা কার্যকর ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে। এতে করে নেতৃত্বের গুণাবলি আরও বিকশিত হয় এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।

তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। প্রযুক্তিগত বৈষম্য, তথ্য নিরাপত্তা এবং নৈতিকতার প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। অনেক যুবক এখনও আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত, যা উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাই সরকার ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো সচেতন রয়েছে যাতে প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। পাশাপাশি, AI ব্যবহারে নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

পরিশেষে বলা যায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুব উন্নয়নের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এটি শুধু দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে না, বরং একটি উদ্ভাবনী ও প্রগতিশীল সমাজ গঠনে সহায়তা করে। সঠিক পরিকল্পনা ও নীতিমালার মাধ্যমে AI এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে যুবসমাজ দেশের উন্নয়নে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। তাই যুব উন্নয়নে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঠিক ব্যবহার সময়ের দাবি।

এম এ আখের
সম্পাদক

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আমিনুল হককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন সাবেক অধিনায়ক আমিনুল হক

যুববার্তা ডেস্ক

বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক সফল অধিনায়ক এবং খ্যাতিমান গোলরক্ষক মোঃ আমিনুল হক নতুন সরকারের যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে তিনি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ তিনি নিজ কার্যালয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে আগমন করেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মর্তাগণ মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

মোঃ আমিনুল হক ৫ অক্টোবর ১৯৮০ সালে ভোলা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকার মিরপুরে বেড়ে ওঠেন এবং তাঁর বড় ভাই মইনুল হকের অনুপ্রেরণায় ফুটবলে নাম লেখান।

তিনি ১৯৯৮ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় বাংলাদেশ জাতীয় দলের গোলরক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৬, ২০০৮, ২০০৯ এবং ২০১০ সালে তিনি জাতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন তাঁর নেতৃত্বে ২০১০ সালের এসএ গেমসে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দল স্বর্ণ জয় করে।

২০০৩ সালে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী বাংলাদেশ দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন তিনি। তাঁকে বাংলাদেশের ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২০১১ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পর ২০১৪ সালে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ক্রীড়া সম্পাদক এবং ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব ও আহ্বায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর আমিনুল হক ক্রীড়াঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত করার এবং খেলাধুলাকে পেশা হিসেবে মর্যাদার আসনে বসানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। চতুর্থ শ্রেণি থেকেই জাতীয় শিক্ষাক্রমের অংশ হিসেবে খেলাধুলাকে বাধ্যতামূলক করা হবে বলে তিনি জানান।

'ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২৬ প্রদানের লক্ষ্যে' ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুবকল্যাণ তহবিল হতে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে সামাজিক ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য ১৮-৩৫ বছরের যুবদের "ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২৬" এবং আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনে সফল কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরুপ দেশের নিবন্ধিত যুব সংগঠনসমূহকে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ ভার্চুয়ালি জুম প্লাটফর্মে দিক নির্দেশনা/পরামর্শ প্রদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম এর সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সচিব মহোদয় যুব কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিকট হতে যুব কার্যক্রম পরিচালনায় তাদের অভিজ্ঞতাগুলো জেনে তিনি সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম সম্পাদনে তাঁর পরামর্শ ও করণীয় তুলে ধরেন।

সভায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, ৬৪ জেলার জেলা প্রশাসকবৃন্দ, মহাপরিচালকের কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ৬৪ জেলায় উপপরিচালকগণ ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ঋণ সুবিধা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ জোরদার হচ্ছে

..... যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আমিনুল হক।

যুববার্তা ডেস্ক

১লা মার্চ ২০২৬ তারিখ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে স্বাগত বক্তব্য প্রদান ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সার্বিক বিষয়ে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব ও পরিচালক (প্রশাসন),যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক বলেন, আগামীর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যুবকদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সরকার বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করছে। মেধাভিত্তিক বাংলাদেশ গড়তে যুব সমাজের অংশগ্রহণ অপরিহার্য্য।

আগামীর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যুবকদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সরকার বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করছে। মেধাভিত্তিক বাংলাদেশ গড়তে যুব সমাজের অংশগ্রহণ অপরিহার্য্য।

প্রতিমন্ত্রী তার বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট স্মরণ করে বলেন, ১৯৭৮ সালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হাত ধরেই এই মন্ত্রণালযের পথচলা শুরু হয়েছিল। যুব উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ও একুশে পদকের মতো সম্মাননা প্রবর্তনের মাধ্যমে তিনি তরুণদের মূলধারায় সম্পৃক্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সামাজিক অবক্ষয় রোধে যে দূরদর্শী পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, তা আজও আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা।

বর্তমান সরকারের লক্ষ্য তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মেধাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেগবান করে প্রতিটি ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তরুণদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ঋণ সুবিধা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ জোরদার করা হচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্ববাজারের চাহিদা বিবেচনায় তৃতীয় একটি ভাষা শিক্ষাকে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশেষ করে জাপানি ভাষা শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক বলেন "যুবরাই দেশের চালিকাশক্তি। তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা এবং আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সরাসরি সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে।" তিনি অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান যাতে সরকারের এই লক্ষ্যসমূহ তৃণমূল পর্যায়ে সফলভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৬৪ জেলার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ভার্চুয়াল ও মহাপরিচালকের কার্যালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন।

উইং-শাখা রদবদল

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মহাপরিচালকের কার্যালয়ে নবযোগদানকৃত উপপরিচালক জনাব মোঃ হামিদুর রহমানকে পরিকল্পনা উইং, জনাব মোঃ আতিকুর রহমানকে প্রশাসন উইং প্রশাসন-১ অধিশাখা জনাব সেলিমুল ইসলামকে প্রশাসন উইং প্রশাসন-১ অধিশাখা হতে প্রশাসন উইং প্রশাসন-২ অধিশাখা, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর (ব্লক বাটিক ও পোষাক) মিজ হেলেনা আফরোজকে পরিকল্পনা উইং হতে প্রশিক্ষণ উইং, সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিনকে সিড ফাইন্যান্সিং উইং হতে পরিকল্পনা উইং, সদ্য যোগানকৃত সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ ফারুক হোসেনকে সিড ফাইন্যান্সিং উইং এ ন্যাস্ত করা হয়েছে।

ড. গাজী সাইফ জামানের নতুন গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

ড. গাজী সাইফ জামানের নতুন গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আমিনুল হক,যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণরয়ের সচিব, মোঃ মাহবুব উল আলম, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১), ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

যুববার্তা ডেস্ক

০৯ই মার্চ ২০২৬ দিনটি আমাদের সবার জন্য এক গর্ব ও আনন্দের মুহূর্ত। আমাদেন শ্রদ্ধেয় মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান শুধু প্রশাসনিক দক্ষতার জন্যই নন, একজন সংবেদনশীল ও প্রতিভাবান সুলেখক হিসেবেও সুপরিচিত।

তাঁর সৃষ্টিশীলতার আরেকটি উজ্জ্বল মাইলফলক যুক্ত হলো আজ, যখন তাঁর নতুন চারটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয় এক অনাড়ম্বর কিন্তু মর্যাদাপূর্ণ পরিসরে এবং পরিবেশে।

গ্রন্থগুলোর মোড়ক উন্মোচন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আমিনুল হক। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের শ্রদ্ধেয় সচিব জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম সহ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দ।

আজ যে চারটি গ্রন্থ পাঠকের সামনে উন্মোচিত হলো, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে দুটি উপন্যাস থেকে ও নেই ও সমান্তরাল এবং দুটি কাব্যগ্রন্থ- বিমূর্ত ছায়া ও দহন।

মানব জীবনের অনুভূতি, সময়ের চলমান বাস্তবতা, অন্তর্লোকের দ্বন্দ্ব ও স্বপ্ন এই সবকিছুরই গভীর অনুরণন ধরা পড়েছে তাঁর লেখায়। সাহিত্যপ্রেমী পাঠকদের জন্য এই গ্রন্থগুলো নিঃসন্দেহে হবে চিন্তা ও অনুভূতির নতুন দিগন্ত উন্মোচনের এক অনন্য উপলক্ষ্য।

একজন দায়িত্বশীল প্রশাসক হয়েও তিনি সাহিত্যচর্চাকে এত গভীরভাবে লালন করছেন। এটি আমাদের সবার জন্য অনুপ্রেরণার। তাঁর কলমের শক্তি, চিন্তার গভীরতা এবং মানবিক বোধ আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করবে এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা।

উল্লেখ্য, নতুন প্রকাশিত এই চারটি গ্রন্থ এখন পাওয়া যাচ্ছে অমর একুশে বইমেলায়। অন্যপ্রকাশ প্রকাশনীর ৭৩২-৭৩৬ নম্বর স্টলে। এছাড়াও অনলাইনে সংগ্রহ করা যাবে রকমারি.কম থেকে। শ্রদ্ধেয় স্যারের এই সাহিত্যিক সাফল্যে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা জানাই। তাঁর কলম যেন আরও দীর্ঘদিন আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে এই কামনাই রইল।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভাতা বিতরণ হবে বিকাশ ও রকেটে

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক, সচিব মোঃ মাহবুব উল আলম,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ

যুববার্তা ডেস্ক

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ ভাতা ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিতরণের জন্য দেশের দুই মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) প্রতিষ্ঠান বিকাশ ও রকেটের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়।

১১ ই মার্চ ২০২৬ তারিখ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই চুক্তি স্বাক্ষতির হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিকাশ ও রকেটের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া সচিব বলেন, বিকাশ ও রকেট সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের সেবায় অংশীদার হিসেবে কাজ করছে। আজকের এই উদ্যোগটি একটি যুবগান্তকারী পদক্ষেপ। আগে হাতে হাতে ভাতা বিতরণের ক্ষেত্রে যে অব্যবস্থাপনা বা অপব্যবহারের ঝুঁকি থাকত, ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে তা সম্পূর্ণ দূর হবে। এর ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে দ্রুততম সময়ে সরাসরি টাকা পৌঁছে যাবে এবং সরকার ও জনগণের মাঝে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ ভাতার পাশাপাশি যুব ঋণ, ক্রীড়া বৃত্তি এবং চিকিৎসা ভাতাও এই ডিজিটাল প্লাটফর্মের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

বিকাশ এর চিফ কমিউনিকেশন অফিসার জানান, বর্তমানে প্রায় ৮ কোটি ইউনিক গ্রাহক নিয়ে বিকাশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করছে। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের সর্বোচ্চ মানের সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

ডাচ-বাংলা ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর শাহাদাত হোসেন বলেন, রকেট সারা দেশে প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং এটি একটি অত্যন্ত নিরাপদ মাধ্যম। যুব উন্নয়নের এই মহতী উদ্যোগে আমরা একাত্ম হয়ে কাজ করার অঙ্গীকার করছি।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া সচিব জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন যুব ও ক্রীড়া সচিব জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান পরিচালক (প্রশাসন), যুগ্মসচিব, জনাব এম এ আখের।

যুববার্তা ডেস্ক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে আয়োজিত ১৯ ও ২১তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ যুব উন্নয়ন একাডেমি, সাভার, ঢাকার কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (যুব অনুবিভাগ) ড. শেখ মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ও যুগ্মসচিব এম এ আখের। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন যুব উন্নয়ন একাডেমির অধ্যক্ষ ও প্রকল্প পরিচালক মোঃ সেলিম খান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বলেন, দেশের যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে প্রশিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি, আচরণগত পরিবর্তন এবং দায়িত্বশীল প্রশাসনিক মানসিকতা গড়ে তোলা। প্রশিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা মূলত মানুষ গড়ার কারিগর। দক্ষ উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থানমুখী যুবশক্তি গড়ে তুলতে আপনাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, একজন সরকারি কর্মকর্তার আচরণ, উপস্থাপনা ও কর্মদক্ষতায় পেশাদারিত্ব থাকতে হবে। তথ্য ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণ ও নতুন দক্ষতা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, তথ্যই শক্তি-যার কাছে যত বেশি জ্ঞান থাকবে, সমাজে তার মূল্যায়নও তত বেশি হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান বলেন, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ একজন কর্মকর্তার পেশাগত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মাঠপর্যায়ে কাজে লাগিয়ে কর্মকর্তারা দেশের যুবসমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।

বিশেষ অতিথি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ড. শেখ মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন বলেন, প্রশিক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। দক্ষতা ও উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও আত্মোন্নয়ন অত্যন্ত প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে এম এ আখের বলেন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি পায়, যা মাঠপর্যায়ে সেবার মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে। তিনি যুব উন্নয়ন একাডেমিকে একটি 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং প্রশিক্ষকদের জন্য নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা জোরদার করার আহ্বান জানান।

স্বাগত বক্তব্যে যুব উন্নয়ন একাডেমির অধ্যক্ষ মো: সেলিম খান জানান, ১৯তম ব্যাচে দুই মাস মেয়াদি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২১টি মডিউল ও ২৬০টি সেশন এবং ২১তম ব্যাচে এক মাস মেয়াদি কোর্সে ১১টি মডিউল ও ১৩০টি সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন একাডেমি'র ফ্যাকাল্টি মেম্বার, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ প্রশিক্ষণার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৪ বিভাগীয় কার্যালয়ে ৪৮ পদ সৃজন; অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি

যুববার্তা ডেস্ক

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করতে নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। অধিদপ্তরের প্রশাসনিকসহ সার্বিক যুব কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে দেশের সাবেক ৪টি বিভাগীয় কার্যালয়ের মোট ৪৮টি পদ সৃজনের প্রস্তাবনায় চূড়ান্ত সম্মতি দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, ৪টি বিভাগীয় কার্যালযের প্রতিটির জন্য ১২টি করে মোট ৪৮টি পদ সৃজন করা হয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে নতুন অনুমোদিত পদগুলোর বিন্যাস নিম্নরূপ:

- পরিচালক: ১টি
- উপপরিচালক: ১টি
- সহকারী পরিচালক: ২টি
- কম্পিউটার অপারেটর: ১টি
- সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর: ১টি
- অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক: ৩টি
- অফিস সহায়ক: ৩ টি

প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয় ১ জন পরিচালক ও ১ জন উপপরিচালকের নেতৃত্বাধীন একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামোর আওতায় আসবে। এই পদগুলো সৃজনের ফলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকি এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও জোরালো হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিয়োজিত এই অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

যুব উন্নয়ন সম্মিলন ২০২৬

ঢাকার সাভারস্থ জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে যুব উন্নয়ন সম্মিলন ২০২৬ -এ উপস্থিত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালযের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

যুববার্তা ডেস্ক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে গত ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ ঢাকার সাভারস্থ জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে যুব উন্নয়ন সম্মিলন ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মিলনে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আনন্দঘন এ মিলনমেলায় যাতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রায় সাড়ে বার শতাধিক কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যগণ স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ করেন। এ আয়োজন মানসম্মত, পরিচ্ছন্ন ও মনোমুগ্ধকর ছিল। প্রত্যেকেই এ উৎসবটি প্রাণবন্তভাবে উপভোগ করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের শ্রদ্ধাভাজন অভিভাবক সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. মোঃ সাইফুজ্জামান মহোদয় পরিবারবর্গসহ অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

'যুব উন্নয়ন সম্মিলন' ২০২৬ জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে মনোরম পরিবেশে মিলন মেলায় পরিণত হয়। সকলের অংশগ্রহণে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। দিনব্যাপি এ আয়োজনে সকল সুবিধাদি নিশ্চিত করা হয়।

সম্মিলন ২০২৬ এর সকল অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

সম্মিলন শেষে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বলেন যে এ আনন্দ উৎসব সকলের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, যোগাযোগ, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের একটি সুন্দর কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। যারা দিনরাত পরিশ্রম করে এ আয়োজনকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন তাঁদেরকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন), জনাব এম এ আখের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। ভবিষ্যতে সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় আরো সুন্দর আয়োজনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ঢাকা জেলা কার্যালযের আওতায় প্রশিক্ষিত যুবদের মাঝে বিকাশ ও রকেটের মাধ্যমে ভাতা বিতরণ

বিকাশ ও রকেটের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত যুবদের মাঝে ভাতা বিতরণ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত আছেন যুব উন্নয়ন মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও ডাচ বাংলা ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

যুববার্তা ডেস্ক

৩০ মার্চ ২০২৬ তারিখ বিকাল ০৪.০০ টায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ঢাকা জেলার সম্মেলন কক্ষে প্রশিক্ষিত যুবদের মাঝে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) পদ্ধতিতে যাতায়াত ভাতা বিতরণ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এ কে এম শাহরিয়ার রেজা, উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা জেলা। অনুষ্ঠানে প্রদান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে বিকাশ ও রকেটে ভাতা বিতরণের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সুযোগ্য মহাপরিচালক (গ্রেড-১), ড. গাজী মোঃ সুইফুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আহমেদ শামসুল হুদা, হেড অব রকেট ও জনাব মেহমুদ আশিক ইকবাল, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, গভর্নমেন্ট পার্টনারশিপ, বিকাশ লিমিটেড। তারা MFS পদ্ধতিতে ঢাকাসহ সকল জেলায় ভাতা বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব প্রিয়সিন্ধু তালুকদার, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। তিনি MFS পদ্ধতিতে ঢাকাসহ সারাদেশে ভাতা বিতরণ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে ডাচ্ বাংলা ব্যাংক পিএলসি ও বিকাশ লি. এর সহযোগাতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে ঢাকা জেলার তিন মাস মেয়াদী পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্সের ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে ১,১৭,৯০০/- টাকা রকেটের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। এছাড়া, ঢাকা জেলাধীন ক্যান্টনমেন্ট ইউনিট থানার সাত দিন মেয়াদী বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ কোর্সের ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে ১৮,০০০/- টাকা বিকাশের মাধ্যশে বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীগণ বিকাশ ও রকেট একাউন্ট-এ তাৎক্ষণিকভাবে ভাতা পেয়ে বেশ উল্লাস প্রকাশ করেন। এই পদ্ধতিকে তারা স্বাগত জানিয়েছে।

৩ জন কর্মকর্তা ও ২ জন কর্মচারীর সরকারি চাকরি থেকে অবসরজনিত সংবর্ধনা

সরকারি চাকুরি হতে অবসর জনিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

অবসর জনিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

যুববার্তা ডেস্ক

১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ৩ জন কর্মকর্তা ও ২ জন কর্মচারীর সরকারি চাকরি থেকে পি আর এল-এ গমণের কারণে অবসরজনিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের কার্যালয়ের উপপরিচালক জনাব ইকবাল-বিন-মতিন ২১ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি মাঠ পর্যায়ে সহকারী পরিচালক এবং উপপরিচালক এবং মহাপরিচালকের কার্যালয়ে উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও সিড ফাইন্যান্সিং) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব আবু সাঈদ মোঃ শাহীনুর খান ০১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি মহাপরিচালকের কার্যালয়ে সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার পূর্বে তিনি সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা পদে মাঠ পর্যায়ে চাকরি করেছেন। সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আবুল বাসার পাটওয়ারী ০১ মার্চ ২০২৬ খ্রি. অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে গমন করেন। তিনি মাঠ পর্যায়ে দীর্ঘদিন সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসেবে ও মহাপরিচালকের কার্যালয়ে সহকারী পরিচালক (অডিট) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মোঃ পিয়ারু মিয়া ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন মহাপরিচালকের কার্যালয়ে অফিস সহায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মোঃ ইসহাক আলী ০৩ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন মহাপরিচালকের কার্যালয়ে নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দীর্ঘ কর্মজীবনের অবদানের জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তাঁদের অবসর উত্তর জীবনের সার্বিক মঙ্গল ও সফলতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে ০৩ জন কর্মকর্তা ও ০২ জন কর্মচারীর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের কার্যালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জনাব মোঃ সেলিমুল ইসলাম, উপপরিচালক (প্রশাসন-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

পদোন্নতি ও পদায়ন

যুববার্তা ডেস্ক

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখের ৩৪.০০.০০০০. ০০০.০৫১.১২. ০০০৯. ২৫.৫২ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৯ম গ্রেডভুক্ত সিনিয়র প্রশিক্ষক/ সহকারী পরিচালককে ৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। সিনিয়র প্রশিক্ষক জনাব এস কে এম জিয়াউল বারী উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক যথাক্রমে উপপরিচালকের কার্যালয় সুনামগঞ্জ ও জনাব মোঃ জাকির হোসেন বরগুনা এবং সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার কুষ্টিয়া, ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ, জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীরকে, চাঁদপুর উপপরিচালক পদে পদায়ন করা হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ৩৪.০০.০০০০. ০০০.০৫১.১২. ০০০৯. ২৫.১১৩ তারিখ: ১৬ মার্চ ২০২৬ খ্রি. সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৯ম গ্রেডভুক্ত সিনিয়র প্রশিক্ষককে উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক জনাব আবুল কালামকে পটুয়াখালী, জনাব মাহমুদা খাতুন, মাগুড়া, জনাব মোঃ আনোয়ার পাশা খানকে ঠাকুরগাঁও, উপপরিচালকের কার্যালয়ে পদায়ন করা হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ৩৪.০০.০০০০. ০০০.০৬০.১২. ০০০২. ২৫.৪৮ তারিখ: ০১ মার্চ ২০২৬ খ্রি. সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (পশুপালন) হতে ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক মিজ আনজুমান আরা আহমেদকে, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী জনাব সফিকুল ইসলামকে, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লক্ষ্মীপুর জনাব মোঃ নাজির উদ্দিনকে, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ভোলা জনাব এ, কে, এম লতিফুল বারীকে, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নীলফামারী জনাব মোঃ আব্দুর হান্নানকে, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম পদায়ন করা হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ৩৪.০০.০০০০. ০০০.০৫১.১২. ০০৩৬.২৪.৯৪ তারিখ: ০৪ মার্চ ২০২৬ খ্রি. সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উচ্চমান সহকারী ও সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদ হতে সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক জনাব মোঃ লুৎফর রহমানকে, উপপরিচালকের কার্যালয়, শেরপুর জনাব মোঃ আলাউদ্দিনকে, কিশোরগঞ্জ মিসেস রুমানা জেরিন সরকারকে, মানিকগঞ্জ জনাব ইয়াসমিন আখতারকে, নারায়নগঞ্জ জনাব শহীদুল ইসলামকে, গাজীপুর জনাব এ এইচ এম আলাউদ্দিন আশরাফকে, চাঁদপুর জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমানকে, সিরাজগঞ্জ জনাব মোঃ সফিক উল্যা তালুকদারকে, মুন্সিগঞ্জ জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর কবিরকে, বান্দরবান জনাব মজিবুল হককে, সিলেট জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিনকে, ভোলা জনাব আসাদুজ্জামান খানকে, শরীয়তপুর জনাব মোঃ শহীদুল ইসলামকে, নড়াইল জনাব মোঃ আব্দুস সালামকে, যুব উন্নয়ন একাডেমি, সাভার, ঢাকা জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেনকে, উপপরিচালকের কার্যালয়, রাজবাড়ী জনাব সুলতানা ফাহিমা জোহরাকে, নরসিংদী জনাব এ, কে রাহাত খাঁনকে, কক্সবাজার জনাব মোহাঃ কামাল উদ্দিনকে, যশোর উপপরিচালকের কার্যালয়ে পদায়ন করা হয়েছে।

ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণে লক্ষাধিক আবেদন, লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৬০ হাজার

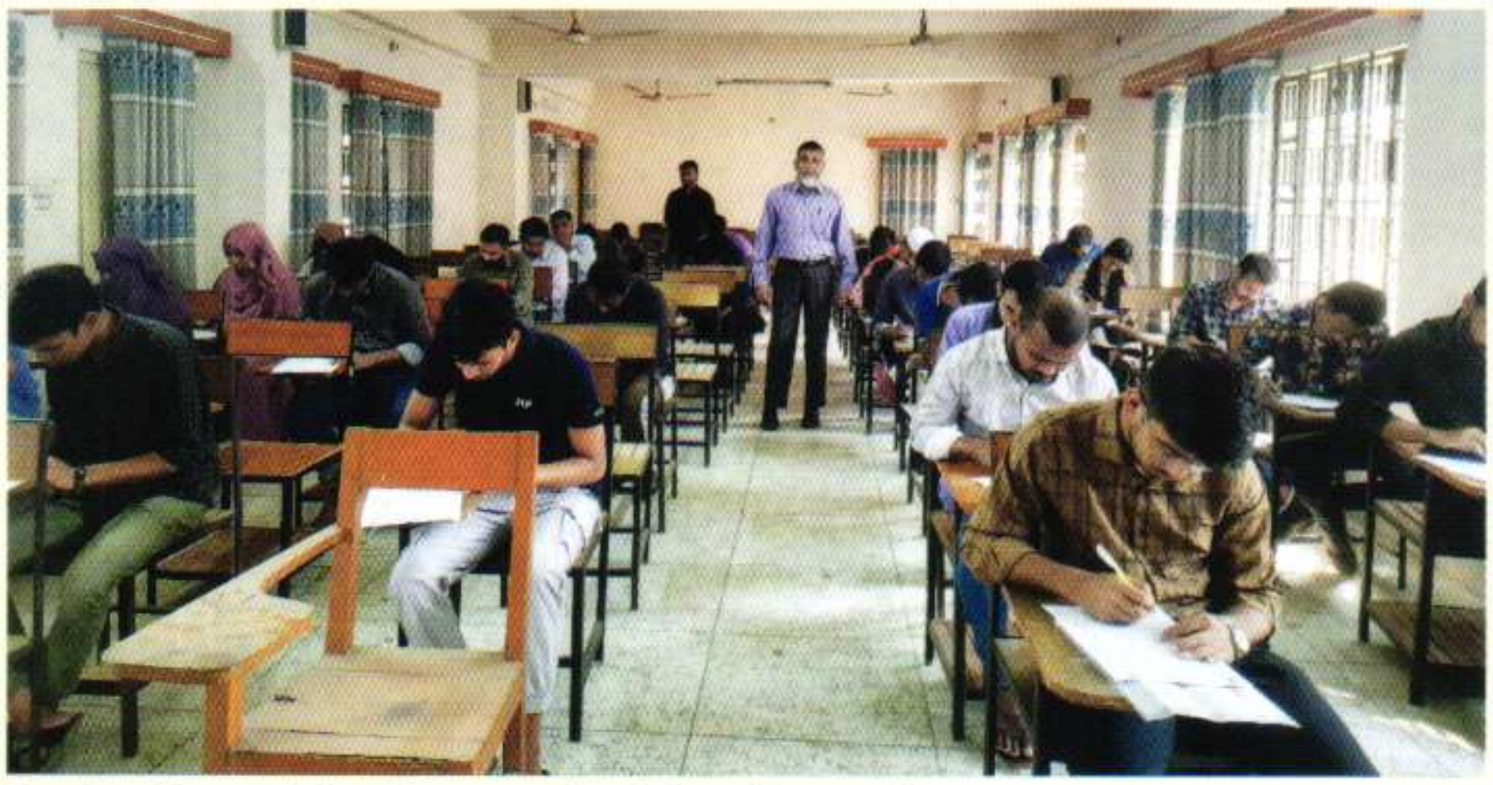

ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ৬ষ্ঠ ব্যাচের অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার খণ্ড চিত্র।

দেশের ৬৪ জেলায় একযোগে অনুষ্ঠিত হলো যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ৬ষ্ঠ ব্যাচের লিখিত পরীক্ষা। ৬ মার্চ ২০২৬ সকাল ৯টা থেকে শুরু হওয়া এ পরীক্ষায় অংশ নেবেন ৬০ হাজার পরীক্ষার্থী। ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির এ ব্যাচে মোট ৪ হাজার ৮০০টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেছিলেন ১ লক্ষ ১০ হাজার ৭৪৩ জন। সেখান থেকে বাছাই করা আবেদনকারীদের নিয়ে এই লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো। দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে একযোগে অনুষ্ঠিত হওয়া এ পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচন করা হবে, যারা পরবর্তীতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে পরিচালিত এই কর্মসূচি ধাপে ধাপে সম্প্রসারিত হয়ে এবার দেশের সব জেলায় পৌঁছেছে। এর আগে প্রকল্পটি প্রথমে ১৬ জেলায় বাস্তবায়িত হয় এবং পরে ৪৮ জেলায়। বর্তমানে দেশের ৬৪ জেলায় একযোগে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যা এ উদ্যোগের ইতহাসে সবচেয়ে বড় আয়োজন। মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং লিমিটেড।

সংশ্লিষ্টরা জানান, এবার প্রায় ৬০ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্য থেকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হবে ৪ হাজার ৮০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে। অর্থাৎ প্রতিটি আসনের বিপরীতে গড়ে ১২ থেকে ১৩ জন পরীক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এই পরিসংখ্যান দেশের তরুণ সমাজের মধ্যে ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন এবং ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহেরই প্রতিফলন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ৭ মার্চ ২০২৬ তারিখ মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এরপর চূড়ান্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি জেলায় ৭৫ জন করে প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে শুরু হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের ৬ষ্ঠ ব্যাচ।

এদিকে রাজধানীর কল্যাণপুরে অবস্থিত ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং লিমিটেডের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় প্রায় চার হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে। একদিনে এত বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণ এ খাতে একটি বড় আয়োজন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের এই প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ১০ হাজার ৮০০ শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে প্রায় ৬২ শতাংশ, অর্থাৎ ৬ হাজার ৭৩২ জন প্রশিক্ষণার্থী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে কাজ করে আয় করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের মোট আয় প্রায় ১৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬৩৬ মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২২ কোটি ৭০ লাখ ১৪ হাজার ৪১৬ টাকার সমপরিমাণ।

এর আগে ১৬ জেলায় বাস্তবায়িত পর্যায়ে ৬ হাজার ৪০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এর মধ্যে ৪ হাজার ৫১৭ জন আয়মুখী কাজে যুক্ত হতে সক্ষম হয়, যা ছিল প্রায় ৭০ শাতাংশের বেশি সাফল্য। ওই পর্যায়ে মোট আয় হয়েছিল প্রায় ১৫ লাখ ৮১ হাজার মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৯ কোটি ৭৬ লাখ টাকার সমমান।

খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ধারাবাহিক এই উদ্যোগ ও সাফল্যের মাধ্যমে দেশের তরুণ সমাজ আরও ব্যাপকভাবে বৈশ্বিক ফ্রিল্যান্সিং বাজারে যুক্ত হবে এবং ভবিষ্যতে এ খাতে আয় আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

এসিআর লিখন, দাখিল, অনুস্বাক্ষর ও প্রতিস্বাক্ষর বিষয়ক আলোচনা সভা

এসিআর লিখন সংক্রান্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান।

যুববার্তা ডেস্ক

১২ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (ACR) সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান।

সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শেলিনা খানম, যুগ্মসচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। সভায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সঠিকভাবে লিখন ও সময়মতো জমা দেওয়ার গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মুখ্য আলোচক জনাব শেলিনা খানম প্রতিবেদনের বিভিন্ন কারিগরি দিক এবং শুদ্ধাচার নিশ্চিতকরণে কর্মকর্তাদের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেন। সভাপতির বক্তব্যে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীল হওয়ার আহবান জানান। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন পদে বদলি

উপপরিচালক পদে বদলি: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কুড়িগ্রাম জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক (সংযুক্ত: মহাপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা) জনাব মোঃ আতিকুর রহমানকে মহাপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক (সংযুক্ত: দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (ইম্প্যাক্ট-৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প, পিআইইউ কার্যালয় ঢাকা জনাব মোঃ হামিদুর রহমানকে মহাপরিচালকের কার্যালয়ে বদলি করা হয়েছে।

ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর পদে বদলি: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর জনাব রাজিয়া খাতুনকে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ভোলা হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ জনাব প্রজিৎ কুমার ধরকে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,টাঙ্গাইল জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক খানকে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাঙ্গাইল হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শেরপুর জনাব মোঃ মিজানুর রহমানকে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাতক্ষীরা হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,নওগাঁ জনাব মোঃ এনামুল হককে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নওগাঁ হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাতক্ষীরা বদলি করা করা হয়েছে।

সহকারী পরিচালক পদে বদলি: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মাসুদুর রহমানকে উপপরিচালকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ হতে জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউড সাভার, ঢাকা সংযুক্তি প্রদান করা হয়েছে। সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ ফারুক হোসেনকে উপপরিচালকের কার্যালয়, নরসিংদী হতে মহাপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকয়া জনাব মোঃ আতাহার আলীকে উপপরিচালকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ হতে উপপরিচালকের কার্যালয়, পঞ্চগড় জনাব প্রিন্স বাহউদ্দিন তালুকদারকে, ঝালকাঠি হতে বরিশাল জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসাইনকে বরিশাল হতে ঝালকাঠি বদলি করা হয়েছে।

সিনিয়র প্রশিক্ষক পদে বদলি: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সিনিয়র প্রশিক্ষক(পশুপালন) জনাব মোঃ সহিদুল আলমকে, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজবাড়ী হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা বদলি করা হয়েছে।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা পদে বদলি: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মুহম্মদ দেলোয়ার হোসেনকে উখিয়া, কক্সবাজার হতে লালমাই, কুমিল্লা, জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদকে কোতোয়ালি ইউনিট থানা, চট্রগ্রাম হতে উখিয়া, কক্সবাজার জনাব খন্দকার এনামুল কবীরকে তারাগঞ্জ, রংপুর হতে নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জনাব এ, কে,এম ইকতিয়ার উদ্দিনকে মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট হতে চিতলমারী, বাগেরহাট জনাব মোসা: নুরুন নাহার বেগমকে সদর, শরীয়তপুর হতে ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর জনাব মোঃ হাসানকে আঞ্চলিক যুব উন্নয়ন একাডেমি, রাজশাহী হতে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ মিজ মোছাঃ তাহমিনা শিরিনকে কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী হতে ফুরবাড়ী, কুড়িগ্রাম জনাব মুহম্মদ রেজাউন উল্লাহকে বানিয়াচং, হবিগঞ্জ হতে আঞ্চলিক যুব উন্নয়ন একাডেমি, সাভার, ঢাকা জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমকে মহেশপুর, ঝিনাইদহ হতে হরিণাকুণ্ড, ঝিনাইদহ জনাব সরিফুর রহমানকে সদর, ফরিদপুর হতে রাজৈর, মাদারীপুর জনাব এ কে এম নজুরল ইসলামকে মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল হতে কলাপাড়া, পটুয়াখালী জনাব মোঃ ফেরদৌস রহমানকে বিশ্বম্ভপুর, সুনামগঞ্জ হতে মুলাদী, বরিশাল মোহাম্মদ পেয়ার আহমেদকে রৌমারী, কুড়িগ্রাম হতে গুলশান ইউনিট, ঢাকা জনাব জামাল নাসের খানকে গুলশান ইউনিট, ঢাকা হতে ধামরাই, ঢাকা জনাব মোঃ এনামুল হক চৌধুরীকে, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর হতে বিরামপুর, দিনাজপুর জনাব খলিলুর রহমান ইমনকে, লালমোহন, ভোলা হতে মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল জনাব মোঃ এমদাদ আলীকে, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর হতে বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও জনাব রাজু আহমেদকে, জকিগঞ্জ, সিলেট হতে সদর, পাবনা জনাব মোঃ গোলাম আজমকে ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা হতে আদর্শ সদর, কুমিল্লা জনাব মোছাঃ শামীমা আখতারকে, সাভার, ঢাকা হতে কালিয়াকৈর, গাজীপুর বদলি করা হয়েছে।

অন্যান্য পদে বদলি: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার জনাব এম, এ মতিনকে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাগেরহাট হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ বদলি করা হয়েছে।

শোক বার্তা

মোঃ আঃ জব্বার

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পটুয়াখালী জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোঃ আঃ জব্বার ১০ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি. তারিখ রোজ শনিবার বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর ৬ মাস ১১ দিন। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও দুই কন্যাসহ, আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মোঃ মোস্তানজির বিন ইসলাম

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কুড়িগ্রাম জেলাধীন রাজারহাট উপজেলা কার্যালয়ের উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ মোস্তানজির বিন ইসলাম ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধা ৭.৩০ ঘটিকায় নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরন করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর ২৮ দিন। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যাসহ, আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আ, না, মু মাহতাব উদ্দিন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চাঁদপুর জেলাধীন মতলব দক্ষিণ উপজেলা কার্যালয়ের অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর আ, না, মু মাহতাব উদ্দিন ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধা ৭.৩০ ঘটিকায় ঢাকাস্থ মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরন করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর ৭ মাস ১৩ দিন। তিনি স্ত্রী ও এক কন্যাসহ, আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

অমল চন্দ্র বর্মা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের লালমনিরহাট জেলাধীন সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর জনাব অমল চন্দ্র বর্মা ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ রোজ বুধবার দিবাগত রাত ১২.৩০ ঘটিকায় রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিডনী রোগে আক্রান্ত হয়ে চিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরন করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর ০৬ মাস ২৬ দিন। তিনি স্ত্রী ও ০২ কন্যাসহ, আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

ইম্প্যাক্ট প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ভেলিডেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

ইম্প্যাক্ট ৩য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় বায়োগ্যাস প্লান্ট রক্ষণাবেক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল চূড়ান্তকরণ বিষয়ক ভেলিডেশন কমিটির সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপচিালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

যুববার্তা ডেস্ক

মহাপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ২৯ শে মার্চ ২০২৬ তারিখ ইম্প্যাক্ট প্রকল্পের আওতায় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট রক্ষণাবেক্ষণ ও বর্জ্যব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ভেলিডেশন কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপচিালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান।

সভায় বর্তমান জ্বালানি সংকটের সমাধান পরিবেশ রক্ষায় বায়োগ্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করে গরু-ছাগলের গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা এবং রান্নাঘরের পচনশীল আবর্জনা ব্যবহার করে বায়োগ্যাস উৎপাদন করা যায়। এতে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধ মুক্ত থাকে।

সাশ্রয়ী জ্বালানি: রান্নার কাজে এলপিজি বা কাঠের বদলে বায়োগ্যাস ব্যবহার করলে জ্বালানি খরচ অনেকটা কমে যায়। উন্নত সার উৎপাদন: গ্যাস তৈরির পর অবশিষ্ট অংশ (স্লারি) জমিতে জৈব সার

হিসেবে ব্যবহার করা যায়, যা রাসায়নিক সারের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী। এটি কার্বন নিঃসরণ কমায় এবং গাছ কাটার প্রবণতা কমিয়ে বনায়ন রক্ষায় সাহায্য করে। বড় আকারে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করাও সম্ভব।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে সভায় অবহিত করা হয়।

সভায় জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পচিালক (প্রশাসন), এ,কে,এম মফিজুল ইসলাম, পরিচালক (সিড ফাইন্যান্সিং) ও প্রকল্প পরিচালক (ইম্প্যাক্ট ৩য় পর্যায়) সহ ভেলিডেশন কমিটির অন্যান্য সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

ইম্প্যাক্ট ৩য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট-এর স্থিরচিত্র

সফল আত্মকর্মী আবু তালেব আহাম্মদ

যুববার্তা ডেস্ক

জনাব আবু তালেব আহাম্মদ গাজীপুর জেলাধীন শ্রীপুর উপজেলার ভিটিপাড়া গ্রামে নিম্ন মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার বয়স যখন ২০ বছর তখন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি বাবা মারা যাওয়ায় পরিবারের অবস্থা এলামেলো হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে তাঁর বড় বোনের স্বামী আমিনুল ইসলামের পরামর্শে সাভার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে ১৯৯৮ সালে "গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ,প্রাথমিক চিকিৎসা ও কৃষি বিষয়ক" ৩ মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান এবং উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস হতে ২০ হাজার টাকা যুব ঋণ গ্রহণ করে নিজের কিছু পুঁজি দিয়ে ১২ বিঘা জমিতে মাছ চাষ শুরু করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে সফলতা পাওয়ায় মাছ চাষের প্রকল্পটি সম্প্রসারণ করেন। প্রতি বছর নতুন নতুন পুকুর যোগ করতে থাকেন। বর্তমানে তার মাছ চাষ প্রকল্প ৬০ বিঘা জমিতে বিস্তার লাভ করেছে। তিনি মাছ চাষের সাথে সাথে যুক্ত মুরগী পালন করছেন। গবাদি পশু মোটাতাজাকরণ, দুধ উৎপাদন এবং উন্নত জাতের ছাগল পালন প্রকল্পে তার অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রকল্পগুলো দ্রুত সময়ের মধ্যে লাভজনক হয়ে উঠে। এক সময় তিনি মনে করেন প্রকল্পটির একটি নাম দেয়া প্রয়োজন।

তার মেয়ের নামে "মেসার্স তানিশা পোল্ট্রি এন্ড ফিসারিজ" নাম রাখেন। সামগ্রিকভাবে মেসার্স তানিশা পোল্ট্রি এন্ড ফিসারিজ এর আওতায় তার নিজস্ব মাছ ও পোল্ট্রি খামারের পাশাপাশি খাদ্য ও ঔষধ ব্যবস্থাপনায় বৃহৎ এলাকাজুড়ে নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থায় দীর্ঘ দিন যাবত তিনি পোল্ট্রি ও ফিসারিজের খাদ্য ও ঔষধ বিক্রয় করে আসছেন। তার প্রচেষ্টায় প্রশিক্ষণ নিয়ে মাছ ও মুরগি পালনে খামারী ও উদ্যোক্তা হয়েছেন প্রায় ১০০ জন। বর্তমানে তাঁর মূলধনের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা। বার্ষিক নিট আয় ৭ লক্ষ টাকা।

> বর্তমানে তাঁর মূলধনের পরিমান ১০ কোটি টাকা। বার্ষিক নিট আয় ৭ লক্ষ টাকা।

জনাব আবু তালেব আহাম্মদ এর প্রকল্পে ২০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা এবং পরামর্শে স্থানীয়ভাবে ১০০ জন আত্মকর্মী হয়েছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি বৃক্ষরোপণ, ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচি প্রশিক্ষণ প্রদান, শীত বস্ত্র বিতরণ, নারী নির্যাতনে প্রতিরোধে উঠান বৈঠক, স্বাস্থ্য সেবা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সহযোগিতা দান, বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালনসহ নানা ধরনের সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন। তিনি একজন সফল আত্মকর্মী।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবেজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সফল আত্মকর্মী আবু তালেব আহাম্মদ-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৫ প্রদান করা হয়।